শেখ রাসেল পদক ২০২৪

ইভেন্টের নামঃ ডিজিটাল এক্সিলেন্স

আবেদনকারীর নামঃ উপজেলা শিক্ষা অফিস, টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ

১। ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে তৈরী করা পণ্য বা সেবার উপকারিতা ও কার্যকারিতা

ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে তৈরী করা পণ্য বা সেবার উপকারিতা ও কার্যকারিতা সম্পর্কে বলতে গেলে আমাদের একটু পেছনে যেতে হবে ৯ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এর নির্বাচনী ইস্তেহার "দিন বদলের সনদ" এর অংশ হিসাবে ২০২১ সালের মধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন থেকে ডিজিটাল বাংলাদেশ ধারনার উদ্ভব হয়। ৯ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের নির্বাচনী ইস্তেহার বাস্তবায়ন তথা ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে প্রাথমিক শিক্ষায় ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার শুরু হয়। কোভিড ১৯ এর সময় যখন বিদ্যালয় গুলোর শ্রেণি কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায় তখন জুম এ্যাপ ব্যবহার করে শিশুদের লেখা পড়া ও অভিভাবকদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা হয়। বর্তমানে আমার উপজেলার প্রতিটি বিদ্যালয়ে ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরী ও ব্যবহার করে মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। এর ফলে শিক্ষার্থীরা শ্রেণি কার্যক্রমে আনন্দ পাচ্ছে, কম সময়ে ও খুব সহজে নির্ধারিত শিখন যোগ্যতা অর্জন করতে পারছে। এছাড়াও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে খুব সহজে ও দ্রুততার সাথে শিক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য স্টেকহোল্ডারদের জানানো সম্ভব হচ্ছে এবং এলাকা বাসীর অংশগ্রহন নিশ্চিত করার মাধ্যমে মালিকানা বোধ তৈরী করা সম্ভব হচ্ছে।

১.ক) ডিজিটাল কার্যক্রমের কিছু তথ্য চিত্রঃ

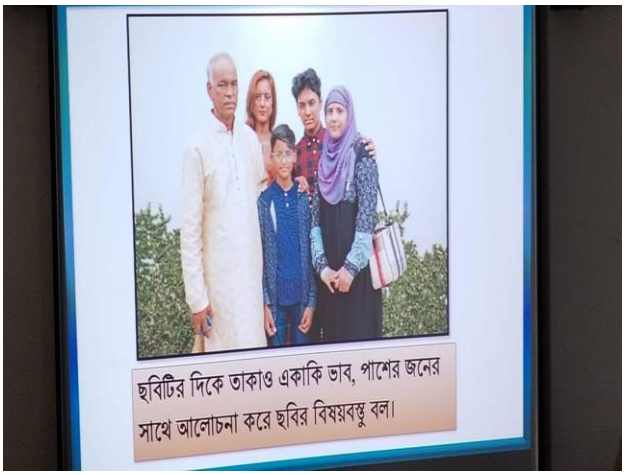

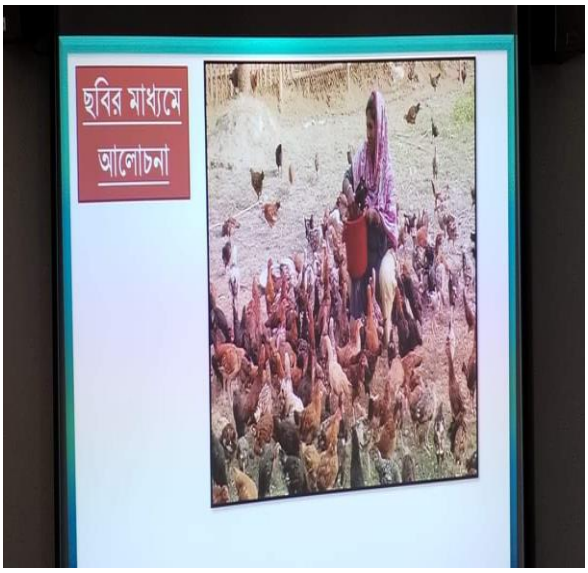

২। পণ্য বা সেবার ইনোভেশন বা উদ্ভাবনী দিকঃ

উদ্ভাবনী ধারণার শিরোনাম: প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মাল্টিমিডিয়ায় শ্রেণিপাঠদান বৃদ্ধিকরণ:
প্রাথমিক শিক্ষার সেবা প্রদান ও গ্রহনকারী উভয়ই আছেন। শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও অংশীজন নিয়ে প্রাথমিক শিক্ষার যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে। মানসম্মত ও গুণগত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে প্রাথমিক শিক্ষার রূপকল্প বাস্তবায়ন এবং ভবিষ্যৎ বাংলাদেশ বিনির্মাণে ভূমিকা রাখার জন্য বিদ্যালয় হতে শুরু করে ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় পর্যন্ত সর্বোচ্চ পর্যায় তথা প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রে ইনোভেশন ধারণা প্রয়োগ করা প্রয়োজন। প্রাথমিক শিক্ষার মাঠ পর্যায় হতে শুরু করে সর্বোচ্চ পর্যায় পর্যন্ত ইনোভেশন চর্চা প্রাথমিক শিক্ষার ঈর্ষণীয় সাফল্য এনে দিবে বলে আমি মনে করি। এরই ধারাবাহিকতায় আমার উদ্ভাবনী ধারণার শিরোনাম "প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মাল্টিমিডিয়ায় শ্রেণিপাঠদান বৃদ্ধিকরণ।

* সমস্যার বিবরণ: মাল্টিমিডিয়ায় শ্রেণি পাঠদানের প্রতি অনীহা দুর করা

সমাধান সূত্রঃ প্রায় প্রতিটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সরকারিভাবে এবং স্থানীয়ভাবে ল্যাপটপ ও মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর সরবরাহ করা হলেও তা ব্যবহার করে নিয়মিত শ্রেণিপাঠদানে কিছুটা অনীহা পরিলক্ষিত হয়। এ সমস্যা থেকে উত্তরণে আইসিটি এর জন্য প্রতিটি বিদ্যালয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এবং প্রশিক্ষণবিহীন ডিজিটাল কন্টেন্ট তৈরিতে দক্ষ শিক্ষকদের সমন্বয়ে উদ্বুদ্ধকরণ সভার আয়োজন করে তাদের যোগ্যতার স্বীকৃতির ব্যবস্থা করা, এ বিষয়ে সকলকে অবহিত করা, প্রতিমাসে ক্লাস্টার ভিত্তিক মাল্টিমিডিয়ায় সর্বোচ্চ সংখ্যক পাঠদানকারী শিক্ষককে বাছাই করে ক্লাস্টার/উপজেলা মাসিক সমন্বয় সভায় পুরষ্কার প্রদান করা। এতে শিক্ষকের কাজের স্বীকৃতি প্রদান করত: মাল্টিমিডিয়ায় শ্রেণি পাঠদান বৃদ্ধি করে প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়ন ঘটানো হবে। জ্ঞান পিপাসু শিক্ষার্থীরা মূল সেবা গ্রহীতা হিসেবে তাদের চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম হবে এবং পরবর্তী জীবনে প্রত্যাশিত সুফল বয়ে আনবে।

*বাস্তবায়ন কৌশল:

১) মাল্টিমিডিয়ায় পাঠদানকারী সকল শিক্ষক শ্রেনি পাঠদানের একটি মাস ভিত্তিক তথ্য ছক ব্যবহার করে,
২) মাল্টিমিডিয়ায় পাঠদানের পর তারিখ অনুযায়ী পাঠদানের তথ্য ছকে লিখে প্রধান শিক্ষক স্বাক্ষর করেন,
৩) প্রধান শিক্ষক মাসিক সভার দিন সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসারের নিকট পূর্বের মাসের তাঁর বিদ্যালয়ের তথ্য ছক জমা দেন
৪) সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার তাঁর ক্লাস্টারের মাল্টিমিডিয়ায় সর্বোচ্চ সংখ্যক পাঠদানকারী শিক্ষকের তালিকা প্রণয়ন করেন এবং উপজেলা শিক্ষা অফিসারের নিকট জমা দেন
৫) উপজেলা শিক্ষা অফিসার মাল্টিমিডিয়ায় সর্বোচ্চ সংখ্যক পঠিদানকারী শিক্ষককে পুরষ্কারের ব্যবস্থা গ্রহন করেন

মাল্টিমিডিয়ায় শ্রেণি পাঠদানের
তথ্য ছক

শিক্ষকের নাম: পদবী:

বিদ্যালয়েরনামঃ

পাঠদানের মাসঃ

ক্রমিক	তারিখ	শ্রেণি	মাল্টিমিডিয়া পাঠদানের বিষয় ও শিরোনাম	পাঠ পরিকল্পনায় পাঠদানের বিষয়ের সাথে মিল আছে কি না	পাঠ পর্যবেক্ষনকারীর নাম ও পদবী	প্রধান শিক্ষকের স্বাক্ষর

*** প্রত্যাশিত ফলাফলঃ**

১) মাল্টিমিডিয়ায় শ্রেণি পাঠদানের পরিমান বৃদ্ধি পাবে।
২) শিক্ষার্থীরা সহজে পাঠ বুঝতে পারবে এবং কাঙ্ক্ষিত যোগ্যতা অর্জনে সক্ষম হবে।
৩) বিদ্যালয়ে ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর সহ অন্যান্য ডিভাইসের ব্যবহার বৃদ্ধি পাবে।
৪) শিক্ষকদের দক্ষতা উন্নয়নের প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পাবে।
৫) স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়ন তরান্বিত হবে।
৬) মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন তরান্বিত হবে।

* প্রকল্প এলাকা: টুঙ্গিপাড়া।

* মেয়াদ: চলমান প্রক্রিয়া

৩। পণ্য বা সেবা গ্রহীতার ডাটা ব্যবস্থাপনাঃ

পণ্য বা সেবা গ্রহীতার ডাটা ব্যবস্থাপনা চমৎকার ভাবে সম্পাদন করা হয়। হোয়াটস এ্যাপ এর মাধ্যমে সার্বিক গোপনীয়তা রক্ষা করে তথ্য আদান প্রদান করা হয়। সকল ডাটা অধিকতর গবেষণা ও বিশ্লেষণের পর তথ্য বাতায়নে আপলোড করা হয়।

৪। আবেদনকারী প্রতিষ্ঠান কেন মনে করে যে প্রতিষ্ঠানটি পুরষ্কারের জন্য উপযুক্তঃ

আবেদনকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে আমার প্রতিষ্ঠানকে ডিজিটাল এক্সিলেন্স ইভেন্টে শেখ রাসেল পদকের জন্য উপযুক্ত মনেকরি, কারণ

ক। উপজেলার সকল বিদ্যালয় ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরী ও ব্যবহার করে মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।
খ। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে খুব সহজে ও দ্রততার সাথে শিক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য স্টেকহোল্ডারদের জানানো হচ্ছে
গ। সার্বিক গোপনীয়তা রক্ষা করে তথ্য আদান প্রদান করা হচ্ছে
ঘ। শিক্ষার্থীরা শ্রেণি কার্যক্রমে আনন্দ পাচ্ছে
ঙ। ক্রমান্বয়ে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতির হার বৃদ্ধি পাচ্ছে। (বর্তমানে যা ৯২%)
চ। কম সময়ে ও খুব সহজে নির্ধারিত শিখন যোগ্যতা অর্জন করতে পারছে।
ছ। বাল্য বিবাহের হার কমেছে।
জ। ডি-নথি ব্যবহার করে যাবতীয় তথ্য আদান প্রদান করা হচ্ছে।
ঝ। ডিজিটাল মাধ্যমে শিক্ষকদের উপস্থিতি নিশ্চিত করা হচ্ছে।
ঞ। ভিশন ২০৪১ বাস্তবায়নের জন্য, সরকার ঘোষিত স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে অগ্রনী ভূমিকা পালন করছে।
ট। এসডিজি এর ৪ নং লক্ষ্য সবার জন্য গুনগত শিক্ষা নিশ্চিত করা সহজ হবে।

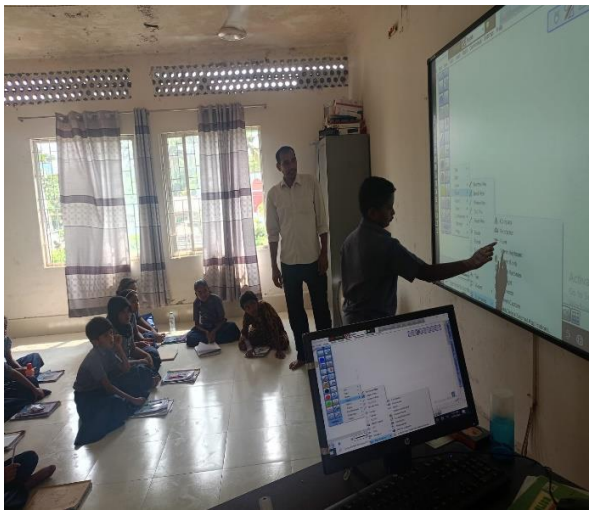

৫। পণ্য বা সেবার প্রভাব বা ব্যাপ্তিঃ

সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির পিতার বাল্য স্মৃতি বিজিড়িত পূণ্যভুমি টুঙ্গিপাড়া উপজেলা ও গোপালগঞ্জ জেলা সহ পর্যায়ক্রমে সমগ্র বাংলাদেশে যার প্রভাব ছড়িয়ে পড়ছে। আমি মনে করি প্রয়োজনীয় সাহায্য, সহযোগিতা ও উৎসাহ পেলে সারা দেশে এটি বাস্তবায়ন করা সহজ হবে। যা মান সম্মত প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নে সুদূরপ্রসারী ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

৬। উপকার ভোগীর সংখ্যাঃ

টুঙ্গিপাড়া উপজেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তিকৃত সকল শিক্ষার্থী, অন্যান্ন স্টেকহোল্ডার ও গোপালগঞ্জ জেলা সহ পার্শ্ববর্তী জেলা সমূহের জনগোষ্ঠী।

৭। উদ্ভাবনটি টেকসই ও রেপ্লিকেবল কিনাঃ

উদ্ভাবনটি টেকসই ও রেপ্লিকেবল। কারণ অত্যন্ত কম ব্যয়ে সীমিত সম্পদ ব্যবহার করে ডিজিটাল শিক্ষা ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

ক। প্রতিটি বিদ্যালয়ে একটি করে ডিজিটাল শ্রেণিকক্ষ রয়েছে।

খ। প্রতি পিরিয়ডে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী পরিবর্তন হচ্ছে।

গ। প্রজেক্টর ও মাল্টিমিডিয়া একই শ্রেণিকক্ষে থাকছে।

ঘ। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে খুব সহজে ও দ্রততার সাথে শিক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য স্টেকহোল্ডারদের জানানো হচ্ছে

ঙ। হোয়াটস এ্যাপ এর মাধ্যমে সার্বিক গোপনীয়তা রক্ষা করে তথ্য আদান প্রদান করা হচ্ছে

চ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত ২০৪১ সাল নাগাদ স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মানে অগ্রনী ভূমিকা রাখতে সক্ষম হচ্ছে।

ছ। ডিজিটাল কার্যক্রমে উৎসাহ দেয়ায় প্রতিটি বিদ্যালয় ডিজিটাল কনটেন্ট ও মাল্টিমিডিয়া ব্যবহার করে শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রতি মাসে ১ জন প্রধান শিক্ষক ও ১ জন সহকারী শিক্ষক কে পুরষ্কার প্রদান করা হচ্ছে।

জ। শিক্ষকগণ কাজের স্বীকৃতি পেয়ে কাজে উৎসাহ পাচ্ছেন

ঝ। ল্যাংগুয়েজ ক্লাব, ও ডিবেটিং ক্লাব গঠন করা হয়েছে।

ঞ। প্রতিটি বিদ্যালয়ের কাবিং কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে, ফলে শিশুরা স্মার্ট বাংলাদেশের নেতৃত্ব প্রদানের জন্য তৈরী হচ্ছে।

ট। সমসাময়িক বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে আধুনিক ও প্রযুক্তি নির্ভর সমাজ গঠনে জাতির জনকের স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মানে ভুমিকা রাখতে যোগ্য নেতৃত্ব গড়ে উঠছে।

ড। প্রাথমিক শিক্ষার পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের নিম্ন লিখিত লক্ষ্য সমুহ বাস্তবায়ন সহজ হবে।

১। সকল শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত সম্ভাবনা বিকাশে কার্যকর ও নমনীয় শিক্ষাক্রম

২। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষার্থীর বিকাশ ও উৎকর্ষের সামাজিক কেন্দ্র

৩। প্রাতিষ্ঠানিক পরিবেশের বাইরেও বহুমাত্রিক শিখনের সুযোগ ও স্বীকৃতি

৪। সংবেদনশীল, জবাবদিহিমূলক একীভূত ও অংশগ্রহণমূলক শিক্ষাব্যবস্থা

৫। শিক্ষাব্যবস্থার সকল পর্যায়ে দায়িত্বশীল, স্ব-প্রণোদিত, দক্ষ ও পেশাদার জনশক্তি

৮। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পওর্যায়ে স্বীকৃতি আছে কিনা?

প্রযোজ্য নয়